ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ইসলামী খেলাফত
ও
নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

১৯০৯ সালে ইহূদী নেতারা ৩৪তম ওছমানীয় খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের (১৮৭৬-১৯০৯ খৃ.) নিকট বহুমূল্য উপঢৌকনের বিনিময়েও যখন ফিলিস্তীন তাদের অধিকারে নিতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া বস্তুবাদী মতাদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে তরুণ শ্রেণী ও দুর্বলচেতা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে। সেনাবাহিনীর মধ্যে গ্রুপিং করে। তখন থেকেই খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন শুরু হয়ে যায়। যার প্রতিবাদে ভারতে মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৯) ও তার ছোট ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর (১৮৭৮-১৯৩১)-এর নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে 'খেলাফত আন্দোলন' (১৯১৯-১৯২৪ খৃ.) গড়ে ওঠে।[১] ঐ সময় এমনকি মি. গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সহ হিন্দু নেতারাও বৃটিশ বিরোধিতার স্বার্থে 'খেলাফত আন্দোলন'-কে সমর্থন করেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মুছতফা কামালের হাতে ৩৭তম ও সর্বশেষ খলীফা ২য় আব্দুল মজীদ (১৯২২-

১. ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আহূত লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেন, 'আমি শুধু একটি উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। তা এই যে, আমি মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাই আযাদীর পরওয়ানা হাতে নিয়ে। কোনো পরাধীন ভূখণ্ডে আমি ফিরে যাব না'। পরে ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী লণ্ডনেই তাঁর মৃত্যু হয়। লণ্ডনের ভক্তরা তাঁকে সেখানেই দাফন করতে চান। অন্যদিকে ভারতের ভক্তদের দাবী ছিল তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তাঁর জন্য অবশেষে বরাদ্দ হ'ল পবিত্র ভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 'কুব্বাতুছ ছাখরা'র নিকটবর্তী স্থান। যে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখলের জন্য ইহূদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস করেছিল। ইতিপূর্বে তার মা কারা ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে দুই সন্তানকে বলেছিলেন, আমি পরাধীন সন্তানদের নয়, স্বাধীন সন্তানদের বুকে নিতে চাই'। লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে থাকা অবস্থায় মাওলানা মুহাম্মাদ আলী একদিন সেখানকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীতে গিয়ে সমস্ত তাকের উপরে রক্ষিত একটি বইকে লক্ষ্য করে সেটা পড়তে চাইলেন। তখন লাইব্রেরীয়ান তাকে বলেন, আপনিতো মুসলমান। আর ওটাতো আপনার ঘরের কিতাব, আল-কুরআন। মুহাম্মাদ আলী বললেন, এটার জন্য আপনাদের এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন কেন? জবাবে লাইব্রেরীয়ান বলেন, This is the Fountainhead of all sciences. এটি হ'ল সকল বিজ্ঞানের উৎসমূল' *(ঐ, জীবনী)*।

১৯২৪)-এর পতনের মাধ্যমে ৬৬২ বছরের ঐতিহ্যবাহী ওছমানীয় খেলাফত (৬৮০-১৩৪২ হি./১২৮১-১৯২৪ খৃ.) বিলুপ্ত হয়। এর ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য শেষ হয়ে যায়।

নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা ও পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং ইহূদী-খৃষ্টানদের চক্রান্তই ছিল খেলাফত বিলুপ্তির কারণ। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ একই রোগে আক্রান্ত। একই চক্রান্তের শিকার হয়ে তারা আজ ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন ছেড়ে কুফরী রাষ্ট্র কায়েমে জান-মাল উৎসর্গ করছে। ফলে স্লাইস্ড পাউরুটির ন্যায় টুকরা টুকরা হওয়া ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র কার্যতঃ অমুসলিমদের গোলামী করছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব না হ'লেও পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে যদি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহ'লে সেটিই হবে বিশ্ব মানবতার জন্য সত্যিকারের আদর্শ রাষ্ট্র। এই স্বপ্ন নিয়েই আগামী দিনের তরুণদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ কবুল করলে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশেও সেটি সম্ভব হ'তে পারে।

জানা আবশ্যক যে, ইসলাম যেমন সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ইসলামী খেলাফত তেমনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত। আর এজন্য মুসলিমরাই হবেন অগ্রসৈনিক।

বাংলাদেশ ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশ। ইসলামের বিধান মতেই এদেশ চলবে এটাই কাম্য। এর কল্যাণ স্পর্শে দেশ নবজীবন লাভ করবে এবং সর্বদা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে থাকবে। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্ত আল্লাহভীরু একজন 'খলীফা' বা 'আমীর' নির্বাচন করা। যিনি আল্লাহ্র বিধান মতে দেশ পরিচালনা করবেন।

হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের অছিয়ত করছি আল্লাহভীরুতার এবং আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্য করার। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সে অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা সেগুলি আঁকড়ে ধরবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা অবশ্যই নবোদ্ভূত বস্তু সমূহ হ'তে বিরত থাকবে। কেননা ইসলামে সকল প্রকার নবোদ্ভূত বস্তু

বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। 'আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[২] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ'ল দিবসের ন্যায়। আমার পরে যে ব্যক্তি উক্ত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে, সে ধ্বংস হবে'।[৩] উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের আলোকে অত্র বইয়ে ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচনের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক মার্চ ২০০০, ৩/৬ সংখ্যায় 'ইসলামী খেলাফত' এবং মে ২০০০, ৩/৮ সংখ্যায় 'নেতৃত্ব নির্বাচন' শিরোনামে 'দরসে কুরআন' কলামে নিবন্ধ দু'টি প্রকাশিত হয়। অতঃপর দু'টি নিবন্ধ একত্রিত করে 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' নামে মার্চ ২০০৩-য়ে বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় (পৃ. ৪৮)। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে বইটির পুনঃপ্রকাশ দেরী হয়। বর্তমানে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

২৬শে এপ্রিল ২০২১ সোমবার। *-লেখক।*

১৪৪২ হিজরী।

---

২. عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وفى روايةٍ للنسائِىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ- আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; আহমাদ হা/১৭১৮৪; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৩. ...قَالَ : قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ... ইবনু মাজাহ হা/৪৩, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ); আহমাদ হা/১৭১৮২; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম ভাগ (الجزء الأول)

ইসলামী খেলাফত (الخلافة الإسلامية)

الْحَمْدُ للهِ الذَّي أرْسلَ رُسُلَه بالبينات والْهُدَى، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ- قال الله تعالى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا- يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلاً- فَأَمَر اللهُ المؤمنين بطاعة الأمير بشرط طاعته القرانَ وسنَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم-

وَسُمِّيَتْ بالخلافةِ الإسلاميةِ لِأَنَّ الخليفةَ يَخْلُفُ الخلفاءَ الراشدين المهديين بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِتَوَلِّى المسلمين والدَّولةَ الإسلامية- فإن غايةَ الخلافة هى تطبيقُ أحكامِ الإسلامِ وتنفيذُها فى البلاد وحملُ رِسالتهِ صلى الله عليه وسلم إلى العالَم بالدعوة والجهاد. وعلى المسلم أن يُّحْيِيَ الخلافةَ الإسلاميةَ لإعلاءِ كلمةِ الله فى الآفاق. لأن الله تعالى قال : وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً- (النساء ١٤١)- فالسَّعىُ منا والإتمامُ من الله، وصلى الله على نبينا محمد وآلِهِ وصَحبه وسلم-

‘খেলাফত’ (الْخِلاَفَةُ) অর্থ প্রতিনিধিত্ব। পারিভাষিক অর্থে ‘ইসলামী খেলাফত’ হ’ল, আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী শাসন ব্যবস্থার নাম। যা রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রেখে যাওয়া শাসন নীতির প্রতিনিধিত্ব করে’। এর লক্ষ্য হ’ল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করা ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর উদ্দেশ্য হ’ল, খেলাফতের সর্বত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুতঃ ইসলামী খেলাফতের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা সর্বাবস্থায় পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী থাকেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, দুনিয়ায় তার ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা এবং আখেরাতে তার চিরস্থায়ী জান্নাত। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ- وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- (النور ٥٥-٥٦)-

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রদান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করবেন। এজন্য তারা কেবল আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অবাধ্য হবে তারা হবে পাপাচারী’। ‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*।

শানে নুযূল : রবী‘ বিন আনাস আবুল ‘আ-লিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ মক্কায় দশ বছর দাওয়াতী কাজে

অতিবাহিত করেন। এ সময় তারা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন। তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তারা মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু এখানেও তাদেরকে সর্বদা অস্ত্র সাথে নিয়ে দিবারাত্রি অতিবাহিত করতে হ'ত এবং সর্বদা জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির ভয় ও আতংকের মধ্যে থাকতে হ'ত। একদিন জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কতদিন এভাবে আতংকের মধ্যে থাকব? এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমরা নিরাপদ হব ও অস্ত্র ত্যাগ করব? তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে তাদেরকে আরব-আজমের উপরে খেলাফত প্রদানের নিশ্চিত ওয়াদা প্রদান করা হয়। যেমন ইতিপূর্বে খেলাফত দান করা হয়েছিল হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-কে বিশাল জনপদের উপর এবং বনু ইস্রাঈলকে মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চলের উপর। এভাবে সর্বত্র ভীতির বদলে নিরাপত্তা এবং অস্থিতির বদলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মুসলমানগণ পৃথিবীর চালকের আসনে সমাসীন হয় *(তাফসীর ইবনু কাছীর, মাযহারী)*।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অত্র আয়াতে মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে ওয়াদা দিয়েছেন। যেখানে শেষের দু'টিকে প্রথমটির ফলাফল বলা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করা (২) ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) ভীতির বদলে নিরাপত্তা দান করা।

আল্লাহ্র এই ওয়াদা খেলাফতে রাশেদাহ্র ত্রিশ বছরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মক্কা, খায়বর, বাহরায়েন, হাযরামাউত, ইয়ামন ও সমগ্র আরব উপত্যকা বিজিত হয়। এমনকি হিজরের অগ্নি উপাসক ও দক্ষিণ সিরিয়ার মুতা সহ কতিপয় খ্রিষ্টান এলাকা থেকে তিনি জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুক্বাউক্বিস, ওমানের শাসকবর্গ ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী প্রমুখ তৎকালীন পৃথিবীর সেরা রাজন্যবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন *(ইবনু কাছীর)*। তাঁর ওফাতের পর ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। ইরাকের বছরা ও সিরিয়ার দামেষ্ক নগরী তাঁর আমলেই

বিজিত হয়। অন্যান্য দেশেরও কিছু কিছু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়। আবুবকর (রাঃ)-এর মাত্র দু'বছরের খেলাফত (১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খৃ.) শেষে পরবর্তী খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেন যে, নবীগণের পর এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা পৃথিবী আর কখনো দেখেনি। ওমর (রাঃ)-এর দশ বছরের খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) সিরিয়া ও ইরাক পুরোপুরি বিজিত হয়। সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ তাঁর করতলগত হয়। তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম সম্রাট 'ক্বায়ছার' ও পারস্য সম্রাট 'কিসরা'-র সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে মুসলমানদের অধীনস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আলজেরিয়া, ফিলিস্তীন, আর্মেনিয়া, সাইলিসিয়া এবং আফ্রিকার বার্কা, ত্রিপোলী প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী খেলাফত বিস্তৃত হয়।

ওমর (রাঃ)-এর পরে ওছমান (রাঃ) খলীফা হন। তাঁর ১২ বছরের খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) ইসলামী খেলাফতের সীমানা আরও প্রসারিত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনী একদিকে যেমন কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাত, কাবুল, গযনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে। অন্যদিকে তেমনি আর্মেনিয়া, ত্বাবারিস্তান ও তিফলিশ অধিকার করে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর এবং উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পদানত করে। এ সময় নবগঠিত নৌবাহিনীর সাহায্যে সাইপ্রাস দ্বীপ বিজিত হয়। ফলে তখন ইসলামী খেলাফত কেবল প্রাচ্যে নয় বরং পাশ্চাত্যেও প্রসার লাভ করে। আলী (রাঃ)-এর ছয় বছরের খেলাফতকাল (৩৫-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খৃ.) প্রধানতঃ গৃহযুদ্ধেই অতিবাহিত হয়। তবে খেলাফতের শাসন ও আয়তন অক্ষুণ্ন থাকে।

অতঃপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওছমানীয় খেলাফত কালে বলা চলে যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপের স্পেন ও বলকান অঞ্চলের কিছু অংশে ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। যা ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তুরস্কের শেষ খলীফা সুলতান ২য় আব্দুল মজীদ-এর পতনের ফলে বিলুপ্ত হয়। ইসলামের চিরশত্রু ইহূদী-নাছারাদের চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র,

آب زمزم خوردہ بودم اَب سُورَی کئے خورم

پادشاہی کردہ بودم پاسبانی کئے کنم

যমযম পান করতাম মোরা, শরাব পান কেমনে করি

বাদশাহী করতাম মোরা, দারোয়ানী কেমনে করি?

وہ زمانے میں معزّز تھے مسلماں ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

যুগে যুগে তারা সম্মানিত ছিল মুসলমান হয়ে

আর লাঞ্ছিত হয়েছ তোমরা কুরআন ত্যাগী হয়ে।

(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)

کی محمدؐ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

মুহাম্মাদের প্রতি অনুগত হ'লে, আমরা সবাই সাথী তোমার

এ পৃথিবী কোন বিষয় নয়, লওহ ও কলম সবই তোমার।

(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। ৭. নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। ১০. ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১১. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। ১৩. তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৪. জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। ১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/=)। ১৯. দিগদর্শন-২ (১০০/=)। ২০. দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। ২১. আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। ২২. ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। ২৩. ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। ২৪. আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। ২৬. শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। ২৭. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। ২৮. উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। ২৯. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। ৩০. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৭ম সংস্করণ (৩৫/=)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩২. হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ৩৪. ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। ৩৬. বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। ৪০. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। ৪২. মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। ৪৪. বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। ৪৫. মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। ৪৭. আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। ৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ৩য় প্রকাশ (৬০/=)। ৫০. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। ৫২. এক্সিডেন্ট (২০/=)। ৫৩. বিবর্তনবাদ (২৫/=)। ৫৪. ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ২য় সংস্করণ (৭০/=)। ৫৫. তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। ৫৬. মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। ৫৭. আল্লাহকে দর্শন (২৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। ২. কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৪র্থ প্রকাশ (১৫/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। ২. সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। ২. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। ৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৪০/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। **১২.** তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। **৪.** ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ১. ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান (৩৫/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩৫/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/= **৬.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৭.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৮.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৯.** মাসনূন দো'আ ও যিকর (পকেট সাইজ) ৩০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

হা.ফা.বা. শিক্ষাবোর্ড-এর জন্য প্রণীত বই সমূহ : (শিশু শ্রেণীর জন্য) ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)। **৪.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **৫.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **(১ম শ্রেণীর জন্য) ৬.** সহজ আরবী (৩৫/=)। **৭.** সহজ বাংলা (৩৫/=)। **৮.** সহজ ইংরেজী (৪০/=)। **৯.** সহজ গণিত (৩৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **(অন্যান্য) ১২.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৩.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৫.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৬.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৭.** সোনামণিদের মাসনূন দো'আ শিক্ষা (৪৫/=)।